মেহেরপুরে মৃত নৌ সদস্যের নমুনা সংগ্রহ – পাঠানো হচ্ছে আইডিসিআর’এ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা গ্রামে করোনার লক্ষন নিয়ে মৃত নৌ সদস্যের নমুনা সংগ্রহ করে আইডিসিআর’এ পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

সেই সাথে নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত ঐ বাড়ি লক ডাউন করা হয়েছে।

রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা সিভিল সার্জন ডা. নাসিরউদ্দিন।

উল্লক্ষ্য, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলাগ্রামের বাবু পাড়ায় শ্বশুরবাড়িতে অবস্থানকালীন জ্বর, সর্দি ও কাশিতে আক্রান্ত হয়ে এক নৌ সদস্য মারা গেছেন।

তাঁর নিজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীতে সন্দেহভাজন রোগীর দেহে করোনা ভাইরাস নেই

গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের সন্দেভাজন রোগী রুহুল আমীনের দেহে করোনা ভাইরাস নেই।

সেই সাথে ঐ বাড়ির লক ডাউন প্রত্যাহার করা হয়েছে।

জেলা সিভিল সার্জন ডা. নাসিরউদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গত ১ এপ্রিল সন্দেহভাজন এক রোগীর নমুনা আইডিসিআর ‘এ পাঠানো

হয়েছিল।

সেই রিপোর্ট আমাদের হাতে এসেছে। তাতে বলা হয়েছে ঐ রোগী করোনা নেগেটিভ।

মেপ্র/এমএফআর

নতুন আক্রান্ত ৫, মোট আক্রান্ত ৬১ — স্বাস্থ্য মন্ত্রী

দেশে গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নতুন করে ৫ জনের দেহে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। কোনো মৃত্যুর ঘটনা নেই। এ নিয়ে মোট ৬১ জনের সংক্রমণ ধরা পড়ল।
আজ শুক্রবার (৩ এপ্রিল) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরেরকরোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন ব্রিফিংয়ে জানানো হয়। ব্রিফিং করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) দুপুরে আইইডিসিআর এর করোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন ব্রিফিংয়ে জানানো হয়েছিল, দেশে নতুন করে আরো দুইজনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে গতকাল ব্রিফিং পর্যন্ত মোট ৫৬ জনের সংক্রমণ ধরা পড়ে।

নতুন করে কোনো মৃত্যুর ঘটনা নেই। গতকাল বলা হয়েছিল, যে দুইজনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে তাদের একজনের বয়স ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। অন্যজনের বয়স ৭০ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে। আক্রান্ত দুজনই পুরুষ। ১৪১ জনের মধ্যে নমুনা পরীক্ষা করে এ দুজনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

মেহেরপুরে শ্বশুরবাড়ি থেকে করোনা সন্দেহে এক নৌ সদস্যর মৃত্যু, বাড়ি লকডাউন

মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলাগ্রামের বাবু পাড়ায় শ্বশুরবাড়িতে অবস্থানকালীন জ্বর, সর্দি ও কাশিতে আক্রান্ত হয়ে এক নৌ সদস্য মারা গেছেন। তাঁর নিজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে কুষ্টিয়া মারা গেছেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল কোলা গ্রামের ওই বাড়িতে গিয়ে লাল পতাকা টানিয়ে লকডাউন ঘোষনা করে।

এর আগে বুধবার রাত ১০টার দিকে তাকে মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে তার করোনা উপসর্গ দেখে তাকে হাসপাতালে ভর্তি নেয়া হয়নি। পরে একটি বেরসকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে মৃত্যুর খবর পেয়ে বিভিন্ন ভাবে খোজ নিলে শ্বশুর বাড়ির লোকজন জানান, তাদের জামাই ৬ মাস আগে বিদেশ থেকে মিশন শেষ করে বাড়ি এসেছেন। কয়েকদিন আগে এখানে বাড়িতে আসে। তার আগে থেকে লিভারের অসুখ ছিল। বুধবার কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে বৃহস্পতিবার রাতে মারা যায়।

এদিকে, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আরএমও তাপস কুমার জানান, বুধবার রাতে মেহেরপুর থেকে নৌ বাহিনীর এক সদস্য জ্বর, কাশির উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে আসলে আমরা তাকে ভর্তি না নিয়ে বাড়িতে চিকিৎসা নেয়ার কথা জানায়। পরে আজ শুনি তিনি মারা গেছেন।

এদিকে, আমাদের আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি গ্রামবাসীর বরাত দিয়ে জানান, নৌ বাহিনীর ওই সদস্যর অলসার রোগ ছিল। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে কুষ্টিয়া হাসপাতালে মারা যায়। শুক্রবার ময়না তদন্ত শেষে লাশ হস্তান্তর করা হবে।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, আমরা ওই নৌ সদস্যর মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর তার শ্বশুরবাড়িতে পুলিশ পাঠায়। সেই বাড়িতে

লাল পতাকা টানিয়ে বাড়িটি লকডাউন ঘোষনা করেছি। তবে আগামিকাল ছাড়া নিশ্চিত করা বলা যাচ্ছে না কি কারণে মৃত্যু হয়েছে।

আমদহ ইউনিয়নে ১৬৯ পরিবারে ত্রাণ বিতরণ

মেহেরপুরের আমদাহ ইউনিয়নে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ১৬৯ কর্মহীন মানুষের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।

‘প্রয়োজন যেখানে, ত্রাণ পৌঁছে যাবে সেখানে’ এ স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সরকারি ভাবে করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধ ও চলমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় দরিদ্র দিনমজুর মানুষদের মধ্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

এ সময় প্রত্যেক পরিবারকে ১০ কেজি চাল, ২ কেজি ডাল, ৫ কেজি আলু, ২ লিটার তেল, ২ কেজি পেয়াজ ও ২ কেজি লবন বিতরণ করে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা মোঃ তাইজুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল লাহেল এবং আমদাহ ইউনিয়নের মেম্বার মোঃ দরুদ আলী।

মোনাখালীতে সামাজিক দূরত্ব

বজায় রেখে মিডা’র খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মোনাখালী গ্রামের শিক্ষা উন্নয়ন সংঘ (মিডা) আজ বিকেল ৪ টার সময় মিডা পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে গ্রামের ৫০ টি পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গণি, মোনাখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, পুরন্দরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মোছাঃ শিরিনা খাতুন৷

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি মিডার এই উদ্যোগের প্রশংসা করে মিডার কর্মকান্ডে সার্বিক সহযোগীতার আশ্বাস দেন৷

উক্ত বিতরন আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন মিডার সহ সভাপতি রাজু আহমেদ ও সালাউদ্দীন, সাধারন সম্পাদক আল-ইকরাম সোহাগ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাব্বির আহমেদ মুন্না, পাঠাগার ও অর্থ সম্পাদক আসিফ ইকবাল শুভ, সদস্য ইকরামুল কবির, মাহফুজ ইমন, সাজিদ হাসান, শিমুল বিন শাহরিয়ার, সজিব, পিয়াস,রাকিব, সাব্বির, অন্তর, বিরদ প্রমুখ।

সাধারণ সম্পাদক সোহাগ বলেন, প্রশাসনের পাশাপাশি আমরা আমাদের সামর্থ্য থেকে গ্রামের ২০০ মানুষকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছি, আমাদের এই কার্য়ক্রম অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান

মুজিবনগর উপজেলায় জনগনের সামাজিক দুরুত্ব নিশ্চিত করতে বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্প্রতিবার বিকাল থেকে রাত ৮টা প্রযন্ত মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস, জয়পুর, তারানগর, রতনপুর, ঢোলমারী, মহাজনপুর,

কোমরপুর, শিবপুর, রামনগর ও গোপালনগর গ্রামে এ অভিযান চালানো হয়।

এ সময় রাস্তায় অযাথা ঘুরফেরা, একসাথে কয়েকজন মিলে আড্ডা দেওয়া, দোকানের সামনে জনগণ ভির করে মালামাল বিক্রি ও মুদিও খানার দোকানে পন্য তালিকা না রাখার অপরাধে ভ্রাম্মমাণ আদালত বসিয়ে বিভিন্ন জনের কাছে থেকে ৭ হাজার ৫ শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী।

তিনি জানান, করোনা ভাইরাসের মোকাবেলা করার জন্য সরকার সকল জনগনকে ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে যাতে করে কেউ কারও সাথে সংস্পর্শে আসতে না পারে। কারন কয়েকজন জনগন একসাথে সংস্পর্শে আসলে ভাইরাস ছড়িয়ে যেতে পারে।

তাই সরকারী নির্দেশনা না মেনে যে সকল জনগন অবাধে কাজ ছাড়া রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে এমন জনগণ, ঔষাধ ও মুদির দোকানে কয়েকজন মানুষকে একজাগায় করে পন্য বিক্রি করা এবং মুদির দোকানে মূল্য তালিকা না থাকায় কিছু দোকানদারকে জরিমানা করা হয়।

গাংনীতে কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোঃ সাহিদুজ্জামান খোকন।

সকালে উপজেলার রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

এ সময় এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন সকলের উদ্দেশ্যে বলেন আপনারা যারা আজ করোনা ভাইরাস বিস্তার প্রতিরোধের লক্ষ্যে ঘরে রয়েছেন তারা ঘরেই থাকুন। আর এই ঘরে থাকার কারণে যারা দিন আনেন দিন খান

বা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন তাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনাদের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করছেন। এ খাদ্য সহায়তা আপনাদের ঘরে পৌছে যাবে শুধু আপনারা ঘরে থাকুন বাহিরে বের হবেননা।

তিনি আরও বলেন যারা ঘরের বাইরে বের হবেন তাদের এ সহায়তা প্রদান করা হবেনা বরং তাদেরকে কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে।
এ সময় আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা কর্মী ছাড়াও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান মিজান, রাইপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মখলেছুর রহামান উপস্থিৎ ছিলেন।

প্রায় ২শ’ পরিবারের মাঝে ১০ কেজি চাউল ছাড়াও অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। এ সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান এমপি মোঃ সাহিদুজ্জামান খোকন।

গাংনীতে সরকারি খাদ্য সহায়তা প্রদান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সকল কর্মহীন মানুষদের সরকারি খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সরকারের নির্দেশক্রমে খাদ্য গুদাম থেকে প্রায় দেড় হাজার কর্মহীন হয়ে পড়া পরিবারের মাঝে এ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের সভাপতিত্বে এ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

এ সময় মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোঃ সাহিদুজ্জামান খোকন, উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, পৌর চেয়ারম্যান মো: আশরাফুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন সহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগ উপস্থিৎ ছিলেন।

গাংনী স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের পিপিই ও সাংবাদিকদের জীবানু নাশক পন্য বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ডাক্তারদের পিপিই (পারসোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট) ও সাংবাদিকদের জন্য জীবানু নাশক হ্যান্ড স্যানেটাইজেশন,সাবান ছাড়াও মাস্ক বিতরণ করা হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের অফিস কক্ষে এ সামগ্রী প্রদা করা হয়।

এ সময় মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোঃ সাহিদুজ্জামান খোকন, উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, পৌর চেয়ারম্যান মোঃ আশরাফুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, সাংবাদিক এ সিদ্দিকী শাহীন, তোফায়েল হোসেন, বকুল উপস্থিৎ ছিলেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান এর সভাপতিত্বে পিপিই (পারসোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল ইসলামের হাতে তুলে দেন।